ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

শিয়া

উৎপত্তি, চিন্তাধারা ও ক্রমবিকাশ

শিয়া

উৎপত্তি, চিন্তাধারা ও ক্রমবিকাশ

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

ভাষান্তর

আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৪

© : লেখক

মূল্য : ৳৫৮০, US $25. UK £21

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-98081-3-8

Shia
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

সূচিপত্র

ভূমিকা # ৯

প্রথম অধ্যায়

আমিরুল মুমিনিন আলি এবং শিয়াবাদী চিন্তার বিকাশ # ১৫

এক : শিয়া ও রাফিজি শব্দের অভিধানিক ও পারিভাষিক ধারণা ১৫
দুই : রাফিজি ও শিয়াদের বেড়ে ওঠা এবং ইয়াহুদিবাদের অবদান ২৩
তিন : রাফিজি শিয়াদের কালপর্ব ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাফিজিদের (ইমামিয়াদের) ইমামতের আকিদা # ৩৮

এক : রাফিজিদের কাছে ইমামতের অবস্থান এবং তা অস্বীকারের বিধান ৪০
দুই : সাহাবায়ে কিরামের তাকফির ৪৩
তিন : আহলে বাইতের তাকফির ৪৪
চার : মুসলিম খলিফা এবং তাঁদের শাসনব্যবস্থার তাকফির ৪৭
পাঁচ : মুসলিম রাষ্ট্রপুঞ্জকে দারুল কুফর আখ্যা দেওয়া ৪৮
ছয় : মুসলিম বিচারপতিদের তাকফির ৪৯
সাত : আলিম ও ইমামদের তাকফির ৫০

তৃতীয় অধ্যায়

রাফিজি শিয়াদের কাছে ইসমাতে আয়িম্মা # ৫৫

এক : ইসমাতে আয়িম্মা সম্পর্কে শিয়াদের কুরআনি দলিল ৫৯
দুই : পবিত্রতার হাদিস এবং হাদিসুল কাসা (চাদরের হাদিস) ৬৪
তিন : শিয়া মতাবলম্বী রিওয়ায়াত দ্বারা দলিল ৭৭

চার : ইসমাতে আয়িম্মার ওপর তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল ৭৮
পাঁচ : ইসমাতে আয়িম্মা আকিদার ওপর সাধারণ অভিযোগ ৮১

চতুর্থ অধ্যায়

ইসনা আশারিয়াদের ইমামতবাদ : দলিল ও শর্ত # ৯০

এক : ইমামের সংখ্যা নির্ধারণে আহলুস সুন্নাতের উৎসগ্রন্থ থেকে দলিল ১০০
দুই : ইমামত নির্ধারণে কুরআনি দলিলাদি ১০৩
তিন : ইমামত নির্ধারণে হাদিসের দলিলাদি ১২০
চার : ইমামত প্রমাণে কয়েকটি দুর্বল ও জাল হাদিস ১৩৯

পঞ্চম অধ্যায়

ইসনা আশারিয়া শিয়া এবং তাওহিদের আকিদা # ১৪৮

এক : তাওহিদের নুসুসকে ইমামের অধিকার হিসেবে উপস্থাপনা ১৪৯
দুই : বিলায়াতে আলি : আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার নির্ভরতা ১৫২
তিন : ইমামরা আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যে যোগসূত্র ১৫৫
চার : ইমামদের হালাল-হারাম নির্ধারণের অধিকার রয়েছে ১৬৩
পাঁচ : ইহ ও পরকালের অধিকার ইমামদের হাতে ১৬৫
ছয় : বিশ্বপরিচালনা এবং দুর্যোগে ইমামদের প্রভাব ১৬৬
সাত : ইমামদের মধ্যে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রবেশ ১৬৭
আট : ইমামরা অতীত ও ভবিষ্যতের জ্ঞানী : কিছুই তাঁদের অজ্ঞাতে নেই ১৬৯
নয় : ইমামদের সত্তায় বাড়িবাড়ি : দেহবাদী আকিদা ১৮০
দশ : আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকৃতি-সংক্রান্ত শিয়া আকিদা ১৮২
এগারো: ইমামরা নবি-রাসুলদের থেকে শ্রেষ্ঠ ১৯২

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুরআন সম্পর্কে ইমামিয়া শিয়াদের অবস্থান # ১৯৬

এক : কুরআনে বিকৃতির আকিদা এবং তা খণ্ডন ১৯৬
দুই : কোনো ব্যবস্থাপক ছাড়া কুরআন দলিল না হওয়ার খণ্ডন ২১১
তিন : কুরআনের গোপন অর্থের আকিদা এবং এর খণ্ডন ২২১
চার : রাফিজিদের পক্ষ থেকে কুরআন বিকৃতির কয়েকটি উদাহরণ ২২৪

সপ্তম অধ্যায়

সাহাবিদের সম্পর্কে ইমামিয়া শিয়াদের অবস্থান # ২২৯

এক : সাহাবিদের মুরতাদ হওয়া সম্পর্কে শিয়াদের কয়েকটি দলিলের নমুনা : ওই সম্পর্কে রাফিজি তাফসিরের কয়েকটি উদাহরণ ২৩৫
দুই : আদালতে সাহাবা ২৫২
তিন : সাহাবিদের প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁদের জন্য দুআ ও ইসতিগফার করা ওয়াজিব ২৬২
চার : কিতাব ও সুন্নাতে সাহাবিদের গালি দেওয়ার অবৈধতা ২৬৪
পাঁচ : সাহাবিদের প্রতি আলি ও তাঁর সন্তানদের অন্তহীন ভালোবাসা ২৬৮

অষ্টম অধ্যায়

নবিজির হাদিস সম্পর্কে শিয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি # ২৭১

এক : হাদিসের সনদ ২৭১
দুই : হাদিসের নির্ভরতা যাচাই ২৭৩
তিন : রাবিদের সমালোচনা : সত্য-মিথ্যার আলোয় তাঁদের জীবন পর্যালোচনা ২৭৩
চার : সাহাবিদের তাকফিরের কারণে সুন্নাহ সম্পর্কে শিয়াদের অবস্থান ২৭৫
পাঁচ : ইমামদের বাণী আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কথার মতো ২৭৬

নবম অধ্যায়

শিয়া দৃষ্টিভঙ্গিতে তাকিয়া # ২৮২

এক : রাফিজি শিয়াদের মতে এর সংজ্ঞা ২৮২
দুই : রাফিজি শিয়াদের কাছে তাকিয়ার অবস্থান ২৮৩
তিন : তাকিয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কারণ ২৮৪
চার : আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিতে তাকিয়া ২৮৯

দশম অধ্যায়

আহলুস সুন্নাত ও শিয়াদের দৃষ্টিতে প্রতীক্ষিত মাহদি ও পুনর্জন্মের আকিদা # ২৯৩

এক : শিয়াদের দৃষ্টিতে প্রতীক্ষিত মাহদির আকিদা ২৯৩
দুই : প্রতীক্ষিত মাহদি সম্পর্কে আহলুস সুন্নাতের আকিদা ২৯৬

তিন : রাফিজি শিয়াদের পুনর্জন্মের আকিদা ৩০১

একাদশ অধ্যায়

বাদা আকিদা ও রাফিজি শিয়াদের সম্পর্কে আহলে বাইতের অবস্থান # ৩০৭

এক : বাদা আকিদা ৩০৭
দুই : রাফিজি শিয়াদের সম্পর্কে আহলে বাইতের অবস্থান ৩১২

দ্বাদশ অধ্যায়

শিয়া-সুন্নি পারস্পরিক বোঝাপড়া # ৩১৮

এক : ৬৫৬ হিজরির বাগদাদ পতনকালে ইবনু আলকামি রাফিজির চক্রান্ত ৩১৯
দুই : সাফাবি সাম্রাজ্য ৩২১
তিন : শিয়া-সুন্নি সমঝোতার সামসময়িক কিছু অভিজ্ঞতা ৩২৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

নিঃসন্দেহে সব প্রশংসা শুধুই আল্লাহর। আমরা যাঁর গুণকীর্তন করি। যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। যাঁর কাছে পাপ থেকে ক্ষমা চাই। আশ্রয় চাই তাঁর কাছে আত্মার প্রবঞ্চনা এবং মন্দ কৃতকর্ম থেকে। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথহারা করতে পারে না; আর যাকে পথহারা করেন, কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

> হে ইমানদাররা, তোমরা আল্লাহকে সেভাবে ভয় করো, যেভাবে ভয় করা উচিত এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

> হে মানবমণ্ডলী, তোমরা ভয় করো তোমাদের রবকে, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করছেন এবং তাঁর থেকে তাঁর সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন আর বিস্তার করেছেন তাঁদের থেকে বহু নর-নারী। ভয় করো সেই আল্লাহকে, যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপর থেকে চেয়ে থাকো, আর সতর্ক থেকো জ্ঞাতিবন্ধনের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। [সুরা নিসা : ০১]

> হে ইমানদাররা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো, তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন, তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আমার রব, তোমার মহান সত্তা ও বিশাল সাম্রাজ্যের মর্যাদাতুল্য প্রশংসা। তোমার প্রশংসা—যতক্ষণ-না তুমি সন্তুষ্ট হচ্ছ। তোমার প্রশংসা—যতক্ষণ-না তুমি রাজি হচ্ছ।

হামদ ও সালাতের পর, আমরা জানি সাইয়িদুনা আলি রা.-এর যুগে অভ্যন্তরীণ এক

বিরাট সংকট দেখা দিয়েছিল। যে সংকটের জেরে সংঘটিত হয়েছিল জঙ্গো জামাল ও সিফফিনের মতো রক্তক্ষয়ী বেদনাদায়ক ঘটনা। এর পেছনে মূলত বাতাস দিচ্ছিল ইসলামের পোশাক-পরা ইয়ামেনের এক ইয়াহুদি আবদুল্লাহ ইবনু সাবার প্রতিষ্ঠিত সাবায়ি সম্প্রদায়। যারা পরে ইতিহাসে রাফিজি শিয়া ফিরকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আমি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তাদের নিয়ে আলোচনা করেছি। সুতরাং প্রথমে শিয়া ও রাফিজি শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক ব্যাখ্যা দিয়েছি। বলেছি কেন শিয়া ইসনা আশারিয়াদের শিয়া না বলে রাফিজি বলা উচিত। কবে হয়েছিল তাদের অভ্যুদয়। তাদের দলের গঠনপ্রক্রিয়ায় ইয়াহুদিদের ভূমিকা কতটুকু। এই ফিরকাটি কোন কোন স্তর অতিক্রম করে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। তাদের আকিদা-বিশ্বাস কী। তাদের আকিদার ব্যাপারে আমিরুল মুমিনিন সাইয়িদুনা আলি রা. এবং আহলে বাইতের আলিমদের অবস্থান কী ছিল। যেমন : ইমামত সম্পর্কে তাঁরা কী বলেন। কী বলেন ইমামত অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে।

এ ছাড়া আমি ইমামদের নিষ্পাপ হওয়া-সংক্রান্ত রাফিজিদের দলিলাদি আলোচনায় এনে সেগুলোকে নিরীক্ষণের তুলাদণ্ডে যাচাই করেছি। 'তাতহির', 'মুবাহালা' এবং 'বিলায়াত'-সংক্রান্ত তাদের কুরআনি দলিলাদির পাশাপাশি গাদিরে খুমসহ বিভিন্ন হাদিস দ্বারা প্রদত্ত দলিলের কাটাছেঁড়া করেছি। মিথ্যার পর্দা সরিয়ে ফেলেছি তাদের বানোয়াট বিভিন্ন হাদিসের চেহারা থেকে। একইভাবে সাধারণত তারা যেসব বানোয়াট হাদিস দিয়ে দলিল দেয়, সেসবের একটি তালিকা তুলে ধরেছি। এই কর্মচেষ্টার পেছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিমদের সতর্ক করা, যাতে তারা এদের প্রতারণার শিকার না হয়।

রাফিজিদের কাছে তাওহিদ বলতে কী, একত্ববাদ-সংক্রান্ত আয়াতগুলো বিকৃত করে কীভাবে তাদের কল্পিত ইমামদের বেলায় প্রয়োগ করে, সেই চাতুরীও তুলে ধরেছি। আলোচনা করেছি কীভাবে তারা মানুষের আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য ইমামতের আকিদাকে শর্তযুক্ত, কথিত নিষ্পাপ ইমামদেরকে আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যে মাধ্যম এবং তাঁদের মাধ্যম ছাড়া কোনো মুমিন বান্দার দুআ কবুল হবে না, ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না ইত্যাদি মনে করে থাকে, সেসব নিয়ে। তুলে ধরেছি কীভাবে তারা ইমামদের কবর জিয়ারতকে হজের স্থলাভিষিক্ত করে থাকে, সেই আলোচনাও।

আলোচনা করেছি তাদের ওই আকিদা নিয়েও, তারা কীভাবে ইমামদের হাতে হালাল-হারামের অধিকার দিয়ে থাকে। কীভাবে বিশ্বাস করে থাকে—দুনিয়া-আখিরাতের কর্তৃত্ব মূলত ইমামদের হাতে—তাঁরা এখানে যেভাবে ইচ্ছা অধিকার বাস্তবায়ন করতে পারেন। বিশ্বাস করে—পৃথিবীতে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা ইমামদের নির্দেশেই হয়ে

থাকে। ইমামরা ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখেন। কোনো বিষয় তাঁদের জ্ঞানের বাইরে নেই। এ ছাড়া আলোচনা করেছি সিফাতের মাসআলায় তাদের সীমালঙ্ঘনের কথা। ওই ক্ষেত্রে মুতাজিলাদের অনুকরণের কথা। পরকালে আল্লাহকে না দেখা এবং নবিদের ওপর তাদের ইমামদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের বিষয়গুলোও। তুলে ধরার চেষ্টা করেছি কুরআন-হাদিস বিষয়ে রাফিজিদের অবস্থানের সারাংশ। যেমন, তারা দাবি করে কুরআন বিকৃত। আমরা তাদের ওই সব অভিযোগের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। তুলে ধরেছি আল্লাহর সত্তা সম্পর্কিত তাদের ঘৃণ্য আকিদা 'বাদা'র কথা। আলোচনা করেছি 'তাকিয়া'র মর্মকথা। বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছি প্রতীক্ষিত মাহদি সম্পর্কে তাদের আকিদা সম্পর্কেও।

বলার চেষ্টা করেছি তাদের এসব ভ্রান্ত আকিদা থেকে আলি রা.-সহ আহলে বাইতের ইমামরা ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। তাঁদের আকিদা-বিশ্বাস ছিল আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকিদার মতো। প্রমাণসহ দেখিয়েছি তাঁরা আল্লাহর রাসুলের সাহাবিদের গালিগালাজ করতে নিষেধ করতেন।

আমি যথাসাধ্য প্রচেষ্টায় ওই চক্রান্তকারী জাতি কর্তৃক আলি রা. ও নবি-পরিবারের প্রতি ভালোবাসার চাদর পরে ওদের দীন বিকৃতি, মুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস বিনষ্ট করা, অনুরূপ মুসলিমদের ওপর সাধারণ মানুষকে খেপিয়ে তোলার মতো বিষয়গুলো উদোম করে সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশের প্রয়াস চালিয়েছি। আমার একান্ত বাসনা হচ্ছে আহলুস সুন্নাতের বিশাল জনগোষ্ঠীকে ওদের বাস্তবতা জানিয়ে দেওয়া।

রাফিজি মিশনারিরা সর্বদাই তাদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস প্রচার-প্রসারে সচেষ্ট। এ ক্ষেত্রে তারা যেকোনো আত্মত্যাগ দিতে প্রস্তুত। তাদের সর্বাত্মক প্রয়াস হলো ইসলামকে নির্মূল করে ফেলা। তা সম্ভব না হলে ইসলামের চেহারা বিকৃত করে ফেলা। এ লক্ষ্যে তারা যুগে যুগে ইসলামের অন্য শত্রুজাতির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চেষ্টা চালিয়ে গেছে। অথচ এ ক্ষেত্রে আমরা শুরু থেকেই আহলে হকের আলিমদের অনেকটা উদাসীন দেখে আসছি। বিস্ময় জাগে যখন একশ্রেণির মুসলিমকে বলতে দেখা যায়—শিয়া-সুন্নি বিরোধ থামিয়ে এবার দুই জাতিকে একই প্লাটফর্মে নিয়ে আসা দরকার। কিন্তু এটা যে স্রেফ একটা আবেগ, বাস্তবতা থেকে যোজন যোজন দূরের ব্যাপার, তা তাদের বোঝাবে কে? আসলে শিয়া-সুন্নি ঐক্যের আহ্বান মূলত শিয়াদেরই একটা চক্রান্তমূলক আওয়াজ।

শিয়া-সুন্নি সমঝোতার একমাত্র উপায় হচ্ছে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত সর্বান্তকরণে তাদের কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত বিশুদ্ধ আকিদা প্রচার-প্রসারের অধিক

প্রয়াস চালিয়ে যাবে। তাদের আকিদার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার পাশাপাশি ওদের বিদআতি আকিদাগুলোর কদাকার চেহারা উদোম করে ফেলবে। কেননা, একমাত্র আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতই হচ্ছে নবিজির সুন্নাহ এবং সাহাবিদের মানহাজের ধারক-বাহক। আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেন,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

আমার সুন্নাহ এবং আমার পরে হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদিনের সুন্নাহকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। একে শক্তভাবে ধারণ করো। দাঁত দিয়ে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরো।[১]

আর সুন্নাতের বিরোধিতা সম্পর্কে রাসুল ﷺ বলেছেন,

وَ إِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

দীনে নতুন কিছু আবিষ্কার থেকে বেঁচে থেকো। কেননা, দীনে নতুন কিছু গড়ে নেওয়া হচ্ছে বিদআত। আর সব বিদআতই পথভ্রষ্টতা।[২]

অনুরূপ নবিজি ﷺ বলেছেন,

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

যে আমার সুন্নাহকে এড়িয়ে চলে, সে আমার (দলের) কেউ নয়।[৩]

বাস্তবতা হচ্ছে, একমাত্র এরাই (আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত) নবিজির নির্দেশের ওপর অটল আছে। এরা নবিজির মানহাজ ও নববি পন্থার বাইরে থাকা আত্মপূজারি ও বিদআতিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আহলুস সুন্নাতের আকিদা তখন অস্তিত্বে এসেছিল, যখন প্রিয় নবি ﷺ নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে আত্মপূজারি বিদআতিদের চিন্তাচেতনা ও আকিদা-বিশ্বাস জন্ম নিয়েছিল নবিজির ইনতিকালের বেশ পরে, সাহাবিদের যুগ সমাপ্তির একেবারে শেষদিকে। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে। নবিজি ﷺ তাঁর জীবদ্দশায়ই বলেছিলেন, مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا 'আমার পরে তোমরা যারা জীবিত থাকবে, তারা শীঘ্রই প্রচুর

[১] *আবু দাউদ*: ৪৬০৭; *তিরমিজি*: ২৬৭৮; *ইবনু মাজাহ*: ৪২; *আদ-দারিমি*: ২৯৬; *মুসনাদে আহমাদ*: ৪/১২৬, ১২৭; *আল-হাকিম*: ১/৯৬; *আস-সাহিহা*, আলবানি: ৯৩৭।

[২] *আবু দাউদ*: ৪৬০৭; *তিরমিজি*: ২৬৭৮; *ইবনু মাজাহ*: ৪২; *আদ-দারিমি*: ২৯৬; *মুসনাদে আহমাদ*: ৪/১২৬, ১২৭; *আল-হাকিম*: ১/৯৬; *আস-সাহিহা*, আলবানি: ৯৩৭।

[৩] মুত্তাফাক আলাইহি, *সহিহ বুখারি*: ৫০৬৩; *সহিহ মুসলিম*: ১৪০১।

মতভিন্নতা দেখতে পাবে।' এরপর তিনি এর থেকে উত্তরণের পন্থা হিসেবে বলেন, 'তখন তোমরা সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের নীতি অনুসরণ করে চলবে।' নবিজি বিদআত সম্পর্কে উম্মাহকে সাবধান করে বলে গেছেন—'নিঃসন্দেহে বিদআত হচ্ছে পথভ্রষ্টতা।'[৪]

বিশুদ্ধ পন্থা এবং সাহাবিদের মানহাজের ওপর পর্দা ফেলে রেখে পরবর্তীকালে আগত লোকদেরকে নিজেদের অনুকরণীয় মানা এবং তাদের নীতি অনুসরণ করে চলা নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য। এটা কিছুতেই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হতে পারে না। সবধরনের বিদআত ভ্রান্ত হয়ে থাকে। যদি ওইগুলোর মধ্যে সামান্যতম কল্যাণ থাকত, তাহলে সাহাবিরা অবশ্যই তা পালন করতেন। কিন্তু আফসোস, পরবর্তী যুগের কিছু লোক সেই পরীক্ষায় পড়ে সাহাবিদের পথ থেকে ছিটকে গেছে। ইমাম মালিক রাহ. কতই-না সত্য বলেছেন, 'এই উম্মাহর শেষকালের লোকজন কোনোভাবেই সঠিক পথে আসতে পারবে না, যতক্ষণ-না তারা পূর্ববর্তীদের পথে ফিরে আসবে।'

এ কারণেই আমরা দেখতে পাই আহলে হক নিজেদেরকে সবসময় রাসুলের সুন্নাহর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখে। বিপরীতে অন্যান্য সম্প্রদায় নিজেদেরকে বিশেষ ব্যক্তি, স্থান ও পাত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত রাখে।

সত্যকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা এবং বাতিলের কদাকার চেহারা উন্মুক্ত করাই হচ্ছে শিয়া-সুন্নি সমঝোতার সঠিক নীতি ও পন্থা। আহলে বাইতের শীর্ষ সারির আলিমরা যেমন, আলি রা. তাঁর সন্তান এবং দৌহিত্রদের বর্ণনার মাধ্যমে শিয়া ও রাফিজিদের সঠিক ইসলামের ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা চালাতে হবে। আসল শিয়াবাদকে সম্মান দেখিয়ে যেতে হবে। যেমনটি সাইয়িদ হুসাইন মুসাবি তাঁর *লিল্লাহি সুম্মাত তারিখ, কাশফুল আসরার* ও *তাবরিয়াতুল আয়িম্মাতিল আতহার* গ্রন্থে করেছেন। একই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছেন সাইয়িদ আহমাদ আল কাতিব তাঁর *তাতাউউরুল ফিকরিস সিয়াসি আশ-শিয়ি মিনাশ শুরা ইলা বিলাদিয়াতিল ফাকিহ* গ্রন্থে। একইভাবে আমাদের জন্য উচিত হবে, যাকে আহলে বাইতের সত্যিকার ও নিষ্ঠচিত্ত ভালোবাসা পোষণকারী দৃষ্টিগোচর হবে অর্থাৎ, যাকে কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে লোকজনকে পথে ডাকতে দেখা যাবে, তাকে সর্বাত্মক সহায়তা করা। তার সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করে তোলা। তার সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করা।

মুসলিমদের জেনে রাখা উচিত, তাদের কোনো আন্দোলন সঠিক আকিদা-বিশ্বাসের নিরিখে প্রতিষ্ঠিত না হলে তা কোনোদিন সফল হবে না। ইসলামি ইতিহাসের আগাগোড়া

[৪] *সুনানু আবি দাউদ*: ৪৬০৭।

পাঠ করলে অনুমিত হবে, বিশেষ করে সুলতান নুরুদ্দিন ও সালাহুদ্দিন আইয়ুবির যুগে ক্রুসেডে, উসমানিদের শাসনামলে সুলতান মুহাম্মাদের যুগে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ে, ইউসুফ ইবনু তাশফিনের মুরাবিত সাম্রাজ্যের যুগে মুসলিমজাতি যে বিজয় ও সাহায্য লাভ করেছিল, তার পেছনে ছিল তাদের পরিচ্ছন্ন আকিদা। উপযুক্ত পরিকল্পনা। সাম্রাজ্যে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা। সমাজের দুর্নীতিবাজ, নষ্ট আকিদার লোকজন এবং ইয়াহুদি-খিষ্টানদের নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি।

ইতিহাস সাক্ষী, শিয়ারা তাদের জন্মের শুরু থেকে যখনই সুযোগ পেয়েছে ইসলাম ও মুসলিম সমাজব্যবস্থার ওপর বিষাক্ত ছোবল হেনেছে। তারাই মূলত প্রথমে ইসলামের সুদৃঢ় ঐক্য তছনছ করেছে। চেঙ্গিস খানকে ডেকে এনে ধ্বংস করিয়েছে ঐতিহ্যবাহী শহর বাগদাদ। সাফাবি সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে প্রাচ্যের মুসলিমসমাজের জন্য জাহান্নামের পরিবেশ তৈরি করেছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ইসলামের এই শত্রুজাতির চক্রান্ত থেকে নিরাপদ রাখুন। এদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমরা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবি

প্রথম অধ্যায়

আমিরুল মুমিনিন আলি এবং শিয়াবাদী চিন্তার বিকাশ

এক. শিয়া ও রাফিজি শব্দের অভিধানিক ও পারিভাষিক ধারণা

১. শিয়া শব্দের আভিধানিক মর্ম

শিয়া অর্থ সাহায্যকারী, অনুসারী, যেভাবে وَالَاهُ শব্দের অর্থ 'সে তাকে ভালোবেসেছে', 'তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে'; অনুরূপ شَايَعَهُ শব্দের অর্থ 'সে তাকে সাহায্য করেছে', 'তার সঙ্গ দিয়েছে'। আর تَشَيَّعَ الرَّجُلُ এর মর্ম হচ্ছে, 'লোকটি শিয়াবাদের দাবি করেছে'। অনুরূপ تَشَايَعَ الْقَوْمُ এর অর্থ হচ্ছে, 'একজন অপরজনের সঙ্গ দিয়েছে'। একইভাবে যেসব দল একটি দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্যের ওপর একমত হয়, তাদেরও শিয়া বলে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ﴾

যেমন আগে করা হয়েছিল এদের সমপন্থিদের সঙ্গে। [সুরা সাবা : ৫৪]

এখানে أَشْيَاعٌ সদৃশ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫]

আল-মিসবাহুল মুনির অভিধান মতে, اَلشِّيْعَةُ শব্দের অর্থ সাহায্যকারী, অনুসারী, 'প্রতিটি ওই দল, যারা কোনো বিষয়ে একমত হয়ে থাকে'। তবে পরে শিয়া শব্দটি একটি বিশেষ সম্প্রদায় বোঝাতে ব্যবহৃত হতে থাকে। এর বহুবচন شِيَعٌ। যেমন سِدْرَةٌ-এর বহুবচন سِدَرٌ। আর أَشْيَاعٌ হচ্ছে 'জামউল জামা' (বহুবচনের বহুবচন)। বলা হয়ে থাকে شَيَّعَتْ رَمَضَانُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ রমজান শাওয়ালের ছয় রোজার সঙ্গ দিয়েছে।[৬]

একইভাবে شِيْعَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে জাতি, সঙ্গী, অনুসারী, সহায়তাকারী। কুরআনের কতিপয় আয়াতেও এই অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,

---

[৫] আসসিহাহ, আল-জাওহারি এবং *লিসানুল আরব*, শব্দমূল, شيع।

[৬] *আল-মিসবাহুল মুনির*, শব্দমূল شيع।

﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾

সেখানে তিনি দুটি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখলেন। একজন তাঁর নিজ দলের এবং অপরজন তাঁর শত্রুদলের। নিজ দলের লোকটি শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করল। [সুরা কাসাস : ১৫]

অন্যত্র এসেছে,

﴿وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾

আর ইবরাহিম তো তাঁর অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত। [সুরা সাফফাত : ৮৩]

প্রথম আয়াতে 'শিয়া' শব্দ দ্বারা জাতি উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় আয়াতে একটি সমমনা ও সমচেতনার দল উদ্দেশ্য।

২. শিয়া শব্দের পারিভাষিক মর্ম

বুনিয়াদিভাবে শিয়া শব্দের মর্ম হচ্ছে—শিয়া হিসেবে পরিচিত জাতির বেড়ে ওঠা তাদের আকিদা-বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত। এটা স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা যে, শিয়াদের ধর্মবিশ্বাস এবং চিন্তাচেতনায় বরাবর চড়াই-উতরাই হয়ে আসছে। ইসলামের প্রারম্ভকালে শিয়াবাদ যে অর্থে ব্যবহৃত ছিল, পরবর্তীকালে তা প্রায় আমূল বদলে গেছে। ইসলামের শুরুতে কেবল সেসব লোককে শিয়া বলা হতো, যারা আলি রা.-কে উসমান রা.-এর ওপর শ্রেষ্ঠ মনে করত।[৭] এ জন্য তখন ব্যবধান বোঝাতে 'শিয়ি' ও 'উসমানি' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হতো। সোজাকথায়, ইসলামের শুরুতে শিয়া—শুধুই উসমান রা.-এর ওপর আলি রা.-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানকারী দলকে বলা হতো।[৮]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন, 'আলি রা.-এর যুগের আগেকার শিয়ারা আবু বকর ও উমর রা.-কে আলির ওপর শ্রেষ্ঠ মনে করত।'[৯]

শিয়া হিসেবে পরিচিত শারিক ইবনু আবদুল্লাহ—যারা আবু বকর ও উমর রা.-কে আলি রা.-এর ওপর শ্রেষ্ঠ বলে থাকে, তাদের শিয়া আখ্যা দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এ আকিদা আলি থেকে অকাট্যভাবে বর্ণিত 'আসার' ও বাণীবিরোধী। আর 'তাশাইয়ু' শব্দের মর্ম হচ্ছে, 'স্বীকৃতি দেওয়া' 'আনুগত্য করা', 'বিরোধ না করা'।[১০]

---

[৭] *উসুলুশ শিয়া আল-ইমামিয়া*, ড. নাসির আবদুল্লাহ ইবনু আলি কাফারি : ১/৬৪।

[৮] *ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া* : ৩/১৫৩; *ফাতহুল বারি* : ৭/৩৪।

[৯] *মিনহাজুস সুন্নাহ* : ২/৬০।

[১০] *উসুলুশ শিয়া আল-ইমামিয়া* : ১/৬৫।

ইমাম ইবনু বাত্তা তাঁর উসতাজ আবুল আব্বাস ইবনু মাসরুক থেকে তাঁর নিজ সনদে বর্ণনা করেন; আবদুল্লাহ ইবনু জিয়াদ ইবনু জারির বলেছেন, আবু ইসহাক সুবাইয়ি কুফায় এলে শাহর ইবনু আতিয়্যা আমাদের বলেন, চলো তাঁর কাছে যাই। সুতরাং আমরা গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করি। আবু ইসহাক সুবাইয়ি বলেন, 'আমি যখন প্রথম কুফায় যাই, তখন আবু বকর ও উমর রা.-এর শ্রেষ্ঠত্ব এবং খিলাফতের ক্ষেত্রে তাঁদের অগ্রগণ্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহ করতাম না। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি, লোকেরা কী থেকে কী বলছে। না; আল্লাহর কসম, আমি জানি না এরা কী বলছে।'[১১]

এ ঘটনার আলোকে আল্লামা মুহিব্বুদ্দিন খতিব বলেন, শিয়া মতবাদের উত্থানকালের সীমারেখা নির্ধারণে এটি একটি ঐতিহাসিক উক্তি। কারণ, আবু ইসহাক সুবাইয়ি ছিলেন কুফার শায়খ এবং সেখানকার একজন বড় আলিম।[১২] তাঁর জন্ম আমিরুল মুমিনিন উসমান রা.-এর শাহাদাতের তিন বছর আগে। তিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়ে ১২৭ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর খিলাফতকালে তিনি বালক ছিলেন। নিজ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, 'আব্বা আমাকে কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছিলেন আর আমি আলিকে খুতবা দিতে দেখেছি। তাঁর মাথা ও দাড়ির চুল ছিল সাদা।' সুতরাং আমরা সুবাইয়ির প্রথমবার কুফা ত্যাগের এবং দ্বিতীয়বার কুফায় আগমনের তারিখ জানতে পারলে নিশ্চিত করেই জানতে পারব, কবে থেকে কুফার শিয়ারা আবু বকর ও উমর রা.-কে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ইমাম আলি রা.-এর অনুসরণ করত এবং কবে থেকে তারা আলির বিরুদ্ধে গিয়ে তাঁর ইমান ও আকিদার বিরোধিতা শুরু করেছে। যে আকিদায় তিনি তাঁর দুই ভাই তথা রাসুল ﷺ-এর দুই সাথি, দুই উপদেষ্টা ও উম্মাহর পবিত্রাত্মা দুই খলিফা আবু বকর ও উমর রা.-কে নিজ থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন এবং তা কুফার মিম্বার থেকে ঘোষণা করতেন।[১৩]

লাইস ইবনু আবু সুলাইম বলেন, আমি ইসলামের প্রথমকালের শিয়াদের দেখেছি, তাঁরা আবু বকর ও উমর রা.-এর ওপর কাউকে মর্যাদা দিত না।[১৪]

মুখতাসারু তুহফায়ে ইসনা আশারিয়ার রচয়িতা লেখেন, আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর যুগে জীবিত আনসার, মুহাজির ও তাবিয়িদের সকলেই তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। তাঁকে যথাযোগ্য শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান দিতেন। তিনি রাসুলের সাথি, তাঁর ভাইদের (আবু বকর ও উমর) মধ্যে কারও ব্যাপারে অসম্মানজনক ও অভদ্র আচরণ

---

[১১] *আল-মুনতাকা* : ৩৭৫।

[১২] *তাহজিবুত তাহজিব* : ৮/৬৩; *আল-খুলাসা* : ২৯১।

[১৩] *হাশিয়া আল-মুনতাকা* : ৩৭৫, ৩৭৬।

[১৪] প্রাগুক্ত : ৩৭৫, ৩৭৬।

করেননি। গালি দেওয়া এবং কাফির আখ্যা দেওয়া তো কল্পনাও করা যায় না।[১৪]

কিন্তু 'তাশাইয়ু' শব্দের এই সরল, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র অর্থ বেশিদিন বাকি থাকেনি। অল্পদিন পরেই এর মূলনীতিতে পরিবর্তন চলে আসে। শিয়ারাও কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। 'তাশাইয়ু' তখন মাথা লুকানোর এমন পর্দায় পরিণত হয়ে ওঠে, যার আড়ালে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেণির চক্রান্তকারীরা মাথা লুকানোর অবকাশ পেয়ে যায়। এ জন্যই শায়খাইনের ওপর অপবাদ আরোপকারীদের আমরা রাফিজি বলে থাকি। কেননা এরা 'তাশাইয়ু' গুণে গুণান্বিত ছিল না।[১৫]

যার দৃষ্টির সামনে শিয়া ফিরকার আকিদাগত ক্রমপরিবর্তনের ইতিহাস রয়েছে, তার জন্য বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও আলিমদের নামের সঙ্গে শিয়া উপাধি দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের কতিপয় অনুকরণীয় আলিমের নামে এই উপাধি জুড়ে থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। কারণ, সালাফের যুগে এই শব্দটির যে অর্থ ও মর্ম ছিল, তা পরবর্তী যুগে বিদ্যমান থাকেনি। সে অর্থ বদলে গিয়ে দুই যুগে দুভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

এ জন্যই ইমাম জাহাবি রাহ. বিদআত ও 'তাশাইয়ু' শব্দে অপবাদ দেওয়া মুহাদ্দিসদের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে বলেন, বিদআত দুই প্রকার। একটি হচ্ছে ছোট বিদআত। এর উদাহরণ হচ্ছে শিয়াবাদের প্রতি বাড়াবাড়ি অথবা বাড়াবাড়িহীন শিয়াবাদ। বিষয়টি তাবিয়ি ও তাবে-তাবিয়িদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। অথচ তাঁরা ছিলেন দীনদার, মুত্তাকি এবং সত্যের প্রতীক। যদি এঁদের 'আসার' বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নবি ﷺ-এর হাদিসের এক বিশাল ভান্ডার নিঃশেষ হয়ে যাবে, যা সুস্পষ্ট ক্ষতি ছাড়া কিছুই নয়। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, বড় বিদআত। যার উদাহরণ হচ্ছে 'রাফজ' (প্রত্যাখ্যান) এবং রাফজের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি। যার মধ্যে রয়েছে আবু বকর ও উমর রা.-এর প্রতি অভিশাপ, তাঁদের মানহানি এবং তাঁদের সঙ্গে অভদ্র আচরণের দাওয়াত প্রদান। এটা 'তাশাইয়ু'-এর সাধারণ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা সম্মান ও মর্যাদার মাধ্যম নয়। এমন আকিদাধারীদের মধ্যে আজ এমন একটি লোকও দেখানো যাবে না, যে সত্যবাদী, যার আঁচল পরিচ্ছন্ন, পবিত্র; বরং মিথ্যাই হচ্ছে তাদের পরিচিতির নিদর্শন। আর তাকিয়া ও নিফাক হচ্ছে তাদের পরিধেয় ও বিছানাস্বরূপ। এমন মানুষের বর্ণনা কি গ্রহণ করা যেতে পারে? কখনো না, এমনটি হতেই পারে না। সালাফের যুগে সেসব লোককেই চরমপন্থি শিয়া বলা হতো, যারা উসমান, জুবায়ের, তালহা, মুআবিয়া রাজিআল্লাহু আনহুমসহ আলি রা.-এর বিরুদ্ধে লড়াইকারী সাহাবিদের ব্যাপারে মন্দ

[১৪] *মুখতাসারুত তুহফা আল-ইসনা আশারিয়া* : ৩।

[১৫] *উসূলুশ শিয়া আল-ইমামিয়া আল-ইসনা আশারিয়া* : ১/৬৬, ৬৭।

বলত। অথচ বর্তমান পরিভাষায় তারাই চরমপন্থি শিয়া, যারা ওই পবিত্র-আত্মা সম্মানিত ব্যক্তিদের কাফির সাব্যস্ত করে। শায়খাইনের ওপর অভিশাপ জরুরি মনে করে। এরা মূলত বিভ্রান্ত এবং অপবাদ আরোপকারী শ্রেণি।[১৭]

সারকথা, 'তাশাইয়ু'র বেশকিছু স্তর, বিভাগ ও ক্রমোন্নতিকাল রয়েছে। একইভাবে তাতে রয়েছে বিভিন্ন ফিরকা ও দল-উপদল।

শিয়া শব্দের সংজ্ঞা ও এর মর্ম-ব্যাখ্যার ইতি টানার আগে একটি বিষয়ে ইঙ্গিত করতে চাই যে, ফিরকা ও মাজহাব-সংক্রান্ত অধিকাংশ গ্রন্থেই শিয়া শব্দের যে সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়, সেখানে 'শিয়া ইমামিয়া' দ্বারা আলি রা.-এর অনুসারী বোঝানো হয়। অথচ এই সংজ্ঞা একটি ভুল ফলাফল বহন করে এবং তা ইজমায়ে উম্মাহবিরোধী। কারণ, এই সংজ্ঞার অর্থ দাঁড়ায়, আলি রা.-ও একজন শিয়া এবং শিয়া আকিদাধারী ছিলেন। অথচ তিনি নিজের এবং নিজের ছেলেদের ব্যাপারে শিয়া আকিদা (ইমামত) থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ পবিত্র। তাই সংজ্ঞা বর্ণনার ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ শর্তারোপ করা উচিত। সুতরাং শিয়াবাদের সংজ্ঞায় বলা যাবে—এরা সেসব লোক, যারা নিজেদের আলি রা.-এর অনুসারী দাবি করে থাকে, অথচ বাস্তবে তারা তাঁর অনুসারী নয়। আমিরুল মুমিনিন আলিও তাদের আকিদার সঙ্গে ঐকমত্য ছিলেন না।[১৮]

অথবা সংজ্ঞাটি এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে, আলি রা.-এর ভালোবাসার দাবিদার (অথবা রাফিজা—কতিপয় আলিম রাফিজা শব্দ দ্বারাই সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।) ওই সব রাফিজি, যারা আলির কথিত ভালোবাসার দাবি করে থাকে।[১৯] অতএব, এরা আলির অনুসারী প্রকৃত শিয়াদের মানহাজের ওপর অবিচল নয়; বরং এরা মিথ্যা ভালোবাসার দারিদার। এরা ভণ্ড রাফিজি।[২০]

৩. রাফজ শব্দের শাব্দিক অর্থ

'রাফজ'-এর অর্থ হচ্ছে ছেড়ে দেওয়া বা প্রত্যাখ্যান করা। رَفَضْتُ الشَّيْءَ মানে 'আমি অমুক জিনিস ছেড়ে দিয়েছি।'[২১] অতএব, 'রাফজ' শব্দের শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় 'ছেড়ে দেওয়া', 'এড়িয়ে চলা'।

---

[১৭] *মিজানুল ইতিদাল*, জাহাবি : ১/৫, ৬; *লিসানুল মিজান* : ১/৯, ১০।

[১৮] *উসুলুশ শিয়া আল-ইমামিয়া আল-ইসনা আশারিয়া* : ১/৬৮।

[১৯] *মিনহাজুস সুন্নাহ* : ২/১০৬।

[২০] *উসুলুশ শিয়া আল-ইমামিয়া আল-ইসনা আশারিয়া* : ১/৬৯।

[২১] *আল-কামুসুল মুহিত* : ২/৩৩৩; *মাকায়িসুল লুগাত* : ২/৪২২।

৪. রাফিজা শব্দের পারিভাষিক মর্ম

নবি-পরিবারের ভালোবাসার দাবিদার, সাহাবিদের দুয়েকজন ছেড়ে আবু বকর, উমর রা.-সহ নবিজির সকল সাহাবির ওপর তাবাররাবাজ (অভিশাপকারী), তাঁদের কাফির আখ্যাদাতা ও গালিগালাজকারী সম্প্রদায়কে রাফিজা সম্প্রদায় বলে।[২২] ইমাম আহমাদ রাহ. বলেন, রাফিজি তারা, যারা নবিজির সাহাবিদের ওপর অভিশাপ হানে, তাঁদের গালি দেয়, অপমান ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।[২৩] আর ইমাম আহমাদ রাহ.-এর ছেলে আবদুল্লাহর বর্ণনা হচ্ছে, আমি আব্বাকে রাফিজিদের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। জবাবে তিনি বলেছিলেন, এরা সেসব লোক, যারা আবু বকর ও উমর রা.-কে গালিগালাজ করে।[২৪]

কিওয়ামুস সুন্নাহ (সুন্নাহর স্তম্ভ) খ্যাত ইমাম আবুল কাসিম তায়মি রাহ. এদের সংজ্ঞায় বলেন, এরা সেসব লোক, যারা আবু বকর ও উমর রা.-কে গালি দেয়।[২৫] ইসলামের দিকে সংশ্লিষ্ট করা হয়, এমন ফিরকাগুলোর মধ্যে রাফিজি ফিরকাই শায়খাইনকে গালি দেয়। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। এটা ওদের জঘন্যতম বৃত্তি।[২৬]

ইবনু তাইমিয়া রাহ. বলেন, শুধু রাফিজিরাই আবু বকর ও উমর রা.-এর প্রতি বিদ্বেষ রাখে। তাঁদের অভিশপ্ত বলে। অন্য কোনো ফিরকা এমনটা করে না।[২৭]

আমাদের এ কথাগুলোর প্রমাণ তাদের বই-পুস্তকেই বিদ্যমান। তারা শায়খাইনের প্রতি বিদ্বেষ রাখে এবং তাঁদের মর্যাদায় অভদ্র আচরণকে নিজেদের এবং নাওয়াসিব নামে যাদের আখ্যা দেয়, তাদের মধ্যে পার্থক্যের কারণ সাব্যস্ত করে থাকে। যেমন, দুরাজি মুহাম্মাদ ইবনু আলি ইবনু মুসা থেকে বর্ণনা করেন, আমি আলি ইবনু মুহাম্মাদ আলাইহিস সালামকে[২৮] পত্রযোগে নাসিবিদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম—কোনো নাসিবির পরীক্ষার জন্য এর চেয়ে কি কোনো বড় প্রমাণ হতে পারে যে, তারা জিবত ও তাগুতকে[২৯] অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে? তাঁদের ইমামতে আকিদা রাখে? জবাবে তিনি বলেছেন, যার আকিদা এমন, সে নাসিবি।[৩০]

---

২২ *আল-ইনতিসার লিস সাহবি ওয়াল আল* : ২৫।

২৩ *তাবাকাতুল হানাবালা, ইবনু আবি ইয়ালা* : ১/৩৩।

২৪ *আস-সুন্নাহ, আল-খিলাল* : ৭৭৭; গবেষক বলেছেন এর সনদ সহিহ।

২৫ *আল-হুজ্জাতু ফি বায়ানিল মুহাজ্জাহ* : ২/৪৭৮।

২৬ *আল-ইনতিসার লিস সাহবি ওয়াল আল* : ২৬।

২৭ *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ৪/৪৩৫।

২৮ শিয়াদের দ্বাদশ প্রতিশ্রুত ইমামদের মধ্য থেকে এক ইমাম, *ওয়াফায়াতুল আইয়ান* : ৩/২৭২।

২৯ শিয়ারা জিবত (আল্লাহ ছাড়া যা কিছুর ইবাদত করা হয়) ও তাগুত দ্বারা আবু বকর ও উমর রা.-কে বুঝিয়ে থাকে। যেমনটি তাদের এক গ্রহণযোগ্য তাফসিরগ্রন্থ *তাফসিরুল আইয়াশি*তে : ১/২৪৬ আল্লাহর বাণী أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ আয়াতের তাফসিরে লেখা হয়েছে।

৩০ *আল-মাহাসিনুন নাফসানিয়া*, মুহাম্মাদ আলে উসফুর আদ-দুরাজি : ১৪৫।

৫. রাফিজি নামকরণের কারণ

অধিকাংশ মুহাক্কিকের মতে, রাফিজিদের ওই নামে ডাকার কারণ হচ্ছে তারা জায়েদ ইবনু আলি রাহ.-এর দলে থাকার পর এই অবস্থায় তাঁর দল ত্যাগ করেছিল, যখন তিনি ১২১ হিজরিতে খলিফা হিশাম ইবনু আবদুল মালিকের ওপর চড়াও হওয়ার সময় তাদেরকে শায়খাইনের ওপর অভিশাপ দিতে নিষেধ করেছিলেন।

ইমাম আবুল হাসান আশআরি রাহ. বলেন, জায়েদ রাহ. আলি ইবনু আবু তালিব রা.-কে অন্য সকল সাহাবির ওপর মর্যাদা দিতেন না। তিনি আবু বকর ও উমর রা.-কে ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন; আর জালিম মুসলিম ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জায়িজ মনে করতেন। তিনি কুফায় তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণকারী কতিপয় লোককে আবু বকর ও উমর রা.-এর ওপর বল্গাহীন কথাবর্তা বলা থেকে বিরত থাকতে বলেন। ফলে তাঁর হাতে বায়আতকারী একদল লোক তাঁকে ছেড়ে গেলে তিনি বলেছিলেন, رَفَضْتُمُونِي 'তোমরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছ।'[৩১] তাঁর এ কথা থেকেই শব্দটি নিয়ে ওদের 'রাফিজি' বলা হতে থাকে। কিওয়ামুস সুন্নাহ[৩২] রাজি[৩৩] শাহরিস্তানি[৩৪] এবং ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুমুল্লাহ রাফিজিদের রাফিজি নামে নামকরণের এ কারণই উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম আশআরি রাহ. নামকরণের অন্য একটি কারণ বলেছেন। তিনি বলেছেন, ওদের রাফিজি এ জন্য বলা হয় যে, ওরা আবু বকর ও উমর রা.-এর ইমামত রাফজ (প্রত্যাখ্যান) করে থাকে।[৩৫]

৬. সমকালের রাফিজিরা

আজকের রাফিজিরা তাদের ব্যাপারে এই নামটি শুনলে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তারা এটা মোটেও পছন্দ করে না। তাদের কথা হচ্ছে, আমাদের বিরোধীরা এই নাম দিয়ে মূলত আমাদের কুৎসা রটায়। মুহসিনুল আমিন লিখেছেন, রাফিজি এমন এক উপাধি, যার দ্বারা খিলাফতের ব্যাপারে আলি রা.-এর অগ্রাধিকারের দাবিদারদের অভিযুক্ত করা হয়। শব্দটি তারা সাধারণত তাদের প্রতিহিংসা এবং অন্তরের জ্বালা মেটানোর জন্য ব্যবহার করে থাকে।[৩৬]

---

[৩১] *মুকালাতুল ইসলামিয়্যিন* : ১/৩৭।

[৩২] *আল-হুজ্জাতু ফি বায়ানিল মুহাজ্জাহ* : ২/৪৭৮।

[৩৩] *ইতিকাদাতু ফিরাকিল মুসলিমিনা ওয়াল মুশরিকিন* : ৫২।

[৩৪] *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল* : ১/১৫৫।

[৩৫] *মিনহাজুস সুন্নাহ* : ১/৮; *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল* : ১/১৪৪।

[৩৬] *আইয়ানুশ শিয়া* : ১/২০।